২৯|৭|২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অব্যবহৃত উত্তরপত্র চুরি

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের স্টোর রুম হইতে একটি অপরাধী চক্র গায়ে করিয়া দিয়াছে এসএসসি ও এইচএসসির ২ লক্ষ অব্যবহৃত উত্তরপ এবং ২৮ হাজার নৈর্ব্যক্তিক ওএমআর ফরম। এই চৌর্যবৃত্তি চলিয়া তি ছয় বছর ধরিয়া। এই ঘটনা ফাঁস হইয়া যায় বর্তমান চেয়ারম্যান স্ব স্টোর রুম যাচাই করিতে গেলে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, নথিপত্রে সহিত মালামালের প্রাপ্ত স্টকের বিস্তর ফারাক রহিয়াছে। ৫ লক্ষ উত্তরপত্রে মধ্যে স্টোরে রহিয়াছে ৩ লক্ষ। যে জিনিস দেড় লক্ষ থাকিবার কথ রেজিস্টারে দেখা যায় সাদা ফ্লুইড দিয়া উহার আসল সংখ্যা মুছিয়া ফেল হইয়াছে, সেইখানে ৩ হাজার লেখা হইয়াছে। এই চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়িলে সংশ্লিষ্ট চক্রের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। স্টোর রুম হইতে উত্তরপত্র নৈর্ব্যক্তিক ফরম গায়েবের বিষয়টি তদন্ত করিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তি সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে চেয়ারম্যান চুরির ঘটনা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন এই তস্করবৃত্তির ঘটন তাহার এই পদে যোগ দিবার পূর্ব হইতেই ঘটিয়া চলিতেছে।

বলা বাহুল্য, সংশ্লিষ্ট চক্র সেই অসৎ পন্থা গ্রহণকারীদের নিকটই উহা অর্থে বিনিময়ে তুলিয়া দিবে, যাহারা পড়াশোনার চাইতে নকল করিয়া পাস করিতে চায়। নকল করিয়া পাস করা হয়তো যায় কিন্তু শিক্ষিত বা জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। ইহা যদি শিক্ষার্থীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে দুষ্কর্মের শিকার হইত না বোর্ডের অব্যবহৃত সাদা উত্তরপত্রগুলি। বোঝা যায় যে, এই চুরির সহিত স্টোরের যাহারা জড়িত, তাহারা আর যাহাই হউক বোর্ডের স্টোর রক্ষার দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ইতিপূর্বে মেধা কেলেঙ্কারি, সার্টিফিকেট জালিয়াতির মতো ঘটনা ঘটিয়াছে একাধিকবার। এখন উহার কারণ বোঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, প্রতিমাসেই যেইখানে স্টোর চেক করিয়া স্টক যাচাই করিবার নিয়ম রহিয়াছে, সেইখানে কেন গত ছয় বৎসরে একবারও উহা করা হয় নাই? ইহা কি গাফিলতি নয়? নাকি যাচাইয়ের কাজে যাহারা নিযুক্ত তাহারাও এই অপরাধীদের লোপাট কর্মের সহযোগী এবং এখনও স্বপদে-স্বকর্মে বর্তমান রহিয়াছে? গোঁজামিল দিয়া চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের স্টোর-কর্তারা ছয় বৎসর কাটাইয়া দিতে পারিয়াছে। তদন্ত কমিটিও কি সেই পথ ধরিবে? এই কথা বলিবার কারণ ইহাই যে, ইতিপূর্বে মেধা কেলেঙ্কারি ও সার্টিফিকেট জালিয়াতি করিয়াও যেইখানে তাহারা লজ্জিত হয় নাই, এবং কোনও শাস্তি ভোগ করে নাই সেইখানে তদন্ত যে নিরপেক্ষ হইবে, তাহারইবা নিশ্চয়তা কি? আমরা চাই অব্যবহৃত খাতা লইয়া যেন অপরাধীরা কোনও ফায়দা লুটিতে না